বিষ্ণুপুর-বাগানআটি রাস্তা ভেঙে চৌচির

মেরামত না হলে পথ অবরোধের হুমকি বাসিন্দাদের

সংবাদদাতা, রাজারহাট: কুড়ি বছর ধরে রাস্তা মেরামত হচ্ছিল না। বেহাল পথে তীব্র ঝক্কি পোহাতে হচ্ছিল মানুষকে। অভিযোগ, প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছিল না। তারপর রাস্তা মেরামত করার দাবিতে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বাসিন্দারা। খারাপ রাস্তার হাল দ্রুত ফেরানো হবে বলে রাজারহাট থানার পুলিস আশ্বাস দেওয়ার পর বাসিন্দারা অবরোধ তুলেছিলেন। স্থানীয়রা বলেছিলেন, পথ অবরোধের পর কিছু কাজ হয়েছিল। কিন্তু তারপর ফের বিষ্ণুপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিষ্ণুপুর-বাগানআটি (ফিডার রোড বলে প্রচলিত) ভেঙে চৌচির। যাতায়াতের পথে রোজই হোঁচট খেতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে ফের অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাগানআটির বাসিন্দারা। আনোয়ার আলি মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা চাই প্রশাসন বেহাল রাস্তার হাল ফেরাক।

না হলে ফের অবরোধ করা হবে।' রাজারহাট ব্লক অফিস ছাড়িয়ে খানিকটা পথ লাউহাটির দিকে এগলে বিষ্ণুপুর-বাগানআটি মোড়। এখান থেকে মাইল দেড়েক পথে অল্প সময়ে খড়িবাড়ি রোডে ওঠা যায়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিষ্ণুপুর থেকে এই পথ ধরে লাউহাটি, বিষ্ণুপুর, রাজারহাট, মাটিয়াগাছা, খড়িবাড়ি, পোদড়া, নাঙলপোতা, খড়িবাড়ি ইত্যাদি এলাকার হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু গ্রামীণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এই পথ দীর্ঘদিন প্রায় ভাঙা অবস্থায় পড়ে। গোটা পথজুড়ে ইট-পাথর বেরিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট-বড় গর্ত। প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। পরিস্থিতি সবথেকে বেশি বিপজ্জনক খড়িবাড়ি রোডের সংযোগকারী অঞ্চলে। সেখানে গর্ত আকারে বেড়েছে। ফলে

রাজারহাট

রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা। মুজলেখা বিবি নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এই পথে সপ্তাহখানেক আগে বাইক থেকে উল্টে জখম হন আমার নিকট আত্মীয়।' রাজারহাট ব্লক অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি দেখভালের দায়িত্ব জেলা পরিষদের। বেহাল পথের হাল ফেরাতে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। সেটি জেলা প্রশাসনকে পাঠানোও হয়েছে। *-নিজস্ব চিত্র*